দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 6 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

# সমস্যার আবর্তে সিলেট ভেটেরিনারী কলেজ

হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস ।। চাকরির অবারিত সুযোগ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান সিলেট ভেটেরিনারী কলেজে বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে শিক্ষক-কর্মচারীর পদ শূন্য ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা এবং সেশনজট দেখা দিয়েছে। ১৯৯৪ সালে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে জাতীয় সংসদে পাস হওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত চতুর্থ ফ্যাকাল্টি স্কুল অব লাইভ সাইন্সের অংশ হিসেবে সিলেট সরকারী ভেটেরিনারী কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। যথারীতি স্বাস্থ্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সিলেট জেলা দুগ্ধ খামারের অন্তর্গত ৭০ একর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এ কলেজ। কলেজের ভূমিটি জেলা দুগ্ধ খামারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও শীঘ্রই তা কলেজের নামে হস্তান্তরিত হবে বলে একটি সূত্র জানায়। দেশে

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

## সমস্যার আবর্তে

(৭ম পৃঃ পর)

দু'টি মাত্র ভেটেরিনারী কলেজের মধ্যে সিলেটে একটি। কিন্তু সিলেটের খুব কম লোকই এ কলেজ সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন।

ভেটেরিনারী কলেজ থেকে সফলতার সঙ্গে পরীক্ষা পাস করলে অর্থাৎ লাইভ সায়েন্স এডুকেশনে ডিগ্রীধারীদের জীবন গড়তে তেমন বেগ পেতে হয় না। মেডিক্যাল কলেজ থেকে যেভাবে শিক্ষার্থীদের চিকিৎসাবিদ্যা শেখানো হয় ঠিক সেভাবেই পশু চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে ভেটেরিনারী কলেজে শিক্ষা দেয়া হয়। বিজ্ঞানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১২শ' নম্বরপ্রাপ্তদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের পর কলেজে ভর্তি করা হয়। সিলেটে প্রতি বৎসর ডিভিএস কোর্সের ১ম বর্ষে ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পান। ৯৪-৯৫ সন থেকে শুরু হয় প্রথম সেশন। ২০০১-২০০২ সেশন পর্যন্ত ৮টি ব্যাচে ৩৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী এ কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৩৬ জন। প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে নিজস্ব আবাসন ব্যবস্থা। ভর্তির পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসে ২শত' টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়। পাসের পর ইন্টার্নীশীপের সময় মাসে দেয়া হয় ৫ হাজার টাকা। সিলেট ভেটেরিনারী কলেজে ৯টিএকাডেমিক বিভাগে বিভিন্ন ডিসিপ্লেনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ৮টি একাডেমিক সেমিষ্টার ছাড়াও দু'টি ইন্টার্নীশীপ সেমিষ্টার রয়েছে। ডিভিএস কোর্স শেষ করার পর শিক্ষার্থীকে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স সম্পন্ন করতে ময়মনসিংহ কৃষি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। তবে খুব শীঘ্রই শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী কোর্স খোলা হবে।

বর্তমানে এই কলেজে শিক্ষক সংকট, সেশনজট, পরিবহন সমস্যা, আবাসন সমস্যা, লাইব্রেরী সমস্যা ও প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরীর অভাব রয়েছে। কলেজে ৫২টি শিক্ষকের পদের মধ্যে কর্মরত আছেন মাত্র ৩২ জন। ৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৩ জন কর্মরত। ৬৬টি কর্মচারীর পদের মধ্যে ৩১টি পদ শূন্য। সেশনজট প্রধান সমস্যা। ৯৫-৯৬ এবং ৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে দুই ও দেড় বছরের সেশনজটে পড়েছে। ফলে দু'টি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে একই সঙ্গে ক্লাস করছে। প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাবে শিক্ষার্থীরা সিলেবাস সম্পন্ন করতে পারছে না। সূত্র জানায়, ডিভিএস কোর্সের প্রায় বই জার্মানী এবং বৃটেন থেকে আমদানী করতে হয়। কিন্তু বইয়ের চাহিদা জানিয়ে প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। এমনকি যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। শীঘ্রই এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়েছে।